দেখে পাগলের নাই পূর্ব্বের আকৃতি।
মকরের পৃষ্ঠে বসে শ্বেতবর্ণা সতী।।
পাগল জল তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়।
ভাসিতে ভাসিতে শেষে এল কিনারায়।।
মাত্র এক মকর ভাসিয়া রহে জলে।
বৃষ্টিধারা অনুক্রমে মকর ডুবিলে।।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ মকর ভাসিল।
গঙ্গা এসে মকরের পৃষ্ঠেতে বসিল।।
দেখিয়া পাগলচাঁদ ধাইয়া চলিল।
গঙ্গার চরণ ধরি মস্তকে রাখিল।।
গঙ্গাদেবী ধরিয়া পাগলে করে কোলে।
সিংহনাদে পাগল ডেকেছে 'মা' 'মা' বলে।।
পাগল বলেন 'করি পদে জলকেলি।
অপরাধ ক্ষমমাতা নিজপুত্র বলি।।'
গঙ্গা বলে 'তুমি হরিচাঁদ প্রিয়পাত্র।
আমি তব অঙ্গস্পর্শে হইনু পবিত্র।।'
পূর্বদিকে ঘাটে সব লোকে করে দৃষ্টি।
তারা বলে অই ঘাটে হ'য়ে গেল বৃষ্টি।।
পাগল সাঁতার দিয়ে উঠিলেন কূলে।
অচেতন চারিজনে ধ'রে ধ'রে তুলে।।
ঘাটের উত্তরে গ্রাম দক্ষিণেতে ●গোগ।
পাগল করিল তথা গঙ্গাস্নান যোগ।।
তথা স্নানে পূর্ণ হয় সব মনস্কাম।
গঙ্গাতুল্য শুদ্ধঘাট ''বেলেঘাট'' নাম।।
পাগলের যোগে 'গোগে' গঙ্গা বারমাস।
অদ্যাপি সে কাণ্ড লোক মুখেতে প্রকাশ।।
পাগলের জলকেলি দেখা গেল সাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

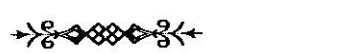

● *গোগ-স্রোত হারা নদীর বদ্ধ জলা।*

ভক্ত গোলোক কীর্ত্তনীয়ার ঠাকুরালী

ওড়াকান্দী গোলোক কীর্ত্তনে আসে যায়।
ঐকান্তিক ভক্তি হরিঠাকুরের পায়।।
একদা শ্রীহরি বসি পুষ্করিণী তীরে।
গোলোক বসিল গিয়া ঠাকুর গোচরে।।
ঠাকুর গোলোকে কহে কি কাজ করিলি।
গান করি চিরদিন লোকেরে শুনা'লি।।
এমন মধুর রামনাম শুনাইয়ে।
বিলা'লি অমূল্য ধন অর্থলোভী হ'য়ে।।
যে ধনের মূল্য নাই তাহাই বেচিলি।
অমূল্য ধনের মূল্য কিছু না পাইলি।।'
কাঁদিয়ে কীর্ত্তনে কহে ঠাকুরের ঠাঁই।
'আজ্ঞা কর কি কার্য্য করিব শুনি তাই।।
ঠাকুর কহেন 'বাছা ধর্ম-কর্ম সার।
সর্ব্বধর্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ পর উপকার।।'
কীর্ত্তনীয়া বলে 'হে তারকব্রহ্ম-হরি।
আমি কি পরের ভাল করিবারে পারি।।'
মহাপ্রভু বলে 'বাছা বলি যে তোমায়।
কেহ যদি ঠেকে কোন আধি-ব্যাধি দায়।।
ওড়াকান্দী আসিতে যে করয় মনন।
এ পর্য্যন্ত আসিতে দিও না বাছাধন।।
আমাকে ভাবিয়া যাহা তোর মনে আসে।
তাহাই বলিয়া দিস্ মনের হরিষে।।
তাহাতে লোকের হ'বে ব্যাধি প্রতিকার।
ইহাতে হইবে তোর পর উপকার।।
যে রোগের বৃদ্ধি যা'তে তাই খেতে দিস্।
হরিনামে মানসিক করিতে বলিস্।।
রোগমুক্ত হ'লে সেই মানসার কড়ি।
আমাকে আনিয়া দিস্ ওড়াকান্দী বাড়ী।।
রোগাভক্তি কলিতে হ'য়েছে বড় ব্যক্ত।
রোগমুক্ত হবে সবে হ'বে হরিভক্ত।।
কহিয়া সারিও ব্যাধি ভাবিয়া আমারে।
অর্থদণ্ডে পাপ-দণ্ড নামে পাপ হরে।।